রেজিষ্টার নং ৩৫

Registered No35.

রেজিষ্টার নং৩৫

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷০, ডাক মাশুল ১৷০, ষাণ্মা[illegible]ক মাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ২৷৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷০, ডাক মাশুল ১৷০টাকা

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য, প্রতি [illegible]ক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ১৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২ জুলাই ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ২১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি আনুরপুর পরগণায় মৃত প্রাণ কৃষ্ণ বিশ্বাসের যে বিভক্ত অর্দ্ধেক অংশ আছে তাহা নিম্ন লিখিত নিয়মে পত্তনি বন্দবস্ত করা যাইবে।

১।————সমুদয় এক লাটে অথবা প্রত্যেক ডিহি পৃথক ২ রূপে পত্তনি দেওয়া যাইবে।

২।———— প্রত্যেক ডিহিতে যে লাভ ধরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা প্রত্যেক ডিহির বিপরীত ভাগে লিখিত হইয়াছে। জমিদারেরা উক্ত লাভের বাবদ উপযুক্ত খরিদের মূল্য পাইলে উক্ত লাভ ধরিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা ব্যতীত জমিদারেরা খাজানা স্বরূপ যে লাভ রাখিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে লাভ দিতে হইলে তাঁহারা বন্দবস্তানুসারে সেলামী গ্রহণ করিবেন।

[illegible]।————খরিদের মূল্য ও সেলামী বাবদ [illegible] যত টাকা দিতে স্বীকার আছেন তাঁহারা সেই বিষয় আগামী জুলাই মাসের ১৫ ই তারিখ কি তৎ-[illegible] য়্যাটর্ণী য়্যাট লা বাবু দীন নাথ বসু অথবা [illegible]লিকাতা, সিমলা, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটের [illegible] নং ভবনস্থিত বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের নিকট [illegible]নাইলে তত্তৎস্থানে সেই বিষয় লিপিবদ্ধ হইবে।

৪।————যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী [illegible] স্বীকার করিবেন তাঁহারাই মনোনীত হইবেন।

৫।————এই রূপে মনোনীত হ-[illegible]ল যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহাদিগকে উক্ত বাবু দীন নাথ বসু এই মনোনীত হওয়ার বিষয়ের [illegible]বাদ দিবেন। এবং সেই সেই ব্যক্তিরা সচরাচার যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে উক্ত সংবাদ প্রচার করিয়া আইলে তাহার উপযুক্ত প্রচার হইল জ্ঞান করিতে হইবে।

৬।————এই রূপে মনোনীত হইলে যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহারদিগকে উক্ত সংবাদ প্রচারের পনর দিনের মধ্যে আপন ২ স্বীকৃত সমুদয় টাকা, ঐ টাকা গ্রহণ করিতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষমতা পাইবেন, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিকট দিতে হইবে।

৭।————খরিদের সমুদয় মূল্য আদায় হইলে জমিদারেরা পত্তনিদারদের খরচে তাঁহাদিগকে পাট্টা লেখা পড়া করিয়া দিবেন। উক্ত পাট্টা লেখা পড়া জমিদারগণের য়্যাটর্ণীর সম্মতি সাপেক্ষ থাকিবে। পত্তনিদারেরা আপনাপন পত্তনি আপনাপন খরচে কালেক্টরিতে পৃথক রূপে রেজিষ্টারি করিয়া লইতে পারিবেন।

৮।————পত্তনি পাট্টার সর্ত্ত সকল এই মর্ম্মে হইবে। (১) খাজানার টাকা ১২ মাসে সমান ভাগে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে দিতে হইবে এবং উক্ত খাজানার টাকা জমিদারগণের প্রত্যেককে তাহাদের অংশানুযায়ী পৃথক রূপে দিতে হইবে এবং উক্ত খাজানার টাকা গ্রহণ করিবার জন্য সকলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে। (২) উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে জমিদার কর্ত্তৃক বা অন্য প্রকারে যে সকল ট্যাক্স এইক্ষণ দেওয়া হয় অথবা ভবিষ্যতে দিতে হইবে সে সমুদয় উক্ত পত্তনিদারদের দিতে হইবে। (৩) উপরোক্ত খাজানা বা ট্যাক্স তত্তত্সম্বন্ধীয় করারের দিনে আদায়ের ক্রটী করিলে বাকী পড়া টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ বার হইবে এবং খাজানা ও সুদ খাজানা বাকী পড়া মাত্রেই অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আট আইনের বিধান ক্রমে আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। (৪) পত্তনিদারেরা তাঁহাদের পত্তনি মহালের কোন জমা বা তাহার অংশ এইক্ষণকার আদায়ী জমার কম জমায় বন্দ বস্ত করিয়া দিতে পারিবেন না (৫) পত্তনিদারেরা তাঁহাদের মহালে জমি জরিপ জমাবন্দী ইত্যাদি করিতে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমবান হইবেন।

৯।———— উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব নিম্নে বিস্তারিতকরিয় লিখিত হইল। পত্তনিদারেরা উপরোক্ত খরিদের ও সেলামীর টাকা আমানত করার পর তিন মাসের মধ্যে জমিদারগণের নায়েবের সহিত উহা মোকাবেলা করিয়া লইতে পারিবেন। উক্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কম উপস্বত্বের মূলে কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইবেনা এবং কম উপস্বত্বের মূলে পত্তনি সম্বন্ধীয় চুক্তি ধ্বংশ হইবে না।

১০।————মহাল সমূহে এইক্ষণ যে খাজানার টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে তাহা পত্তনিদারেরা আপনাদের খরচে আদায় করিয়া লইবার ভার আপনাদের উপর হইতে পারিবেন এবং জমিদারেরা এই আদায়ী টাকার উপর শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। উক্ত জমিদারির অন্তর্গত কোন খাসের জমি, বাগ বাগিচা, পুষ্করিণী অথবা কোন ব্রহ্মোত্র ও লাখেরাজ ও দেবোত্র ও খরিদ জমি এই পত্তনি ভুক্ত হইবে না। এবং তত্তৎ সম্বন্ধে পৃথক বন্দ বস্ত করা যাইবে।

ডিহিওমৌজার নাম	জমা ওজস্তা	বাদ অনাদায়ী ও ওজরি জমা	বাকী জমা	বার নিয়মিত আদায়ী বাট্টা	মোট জমা	মফঃস্বলি সরঞ্জামী খরচ	বাকী জমা	লাভ যাহা ধরিয়া দেওয়া যাইবে।
ডিহি আজুনাপুর	৬৯৬৫॥৶১১	১৮৬০।৯।	৫১০৪।৶১৫	৫ ৫১১৫	৫১৫৫৶১৩॥	২১০	৪৯৪৫৶১৩॥	২০০০
ডিহি সুহিয়া	১২৪২৭।৶১৯৫	৬০৭৮১৪॥	৬৩৪৯।৶৫।	৬১৫৵১৯৫	৬৪১১।৵৫	২১০	৬২০১।৵৫	৩০০০
ডিহি চন্দ্রপর	১০১২২৯	২৯৪৯॥/১	৭১৭২।৶৮	৭০৫/৪।	৭২৭৩।১২।	২৮৭	৬৯৫৬॥১২।	৫০০০
ডিহি ভাড়া	৭৩৮৪॥৵৭॥	১৬২৬৫/১৫৫	৫৭৫৭৫১১৫	৫৩।৵৫	৫৮১১৵১৬৫	২৮৫	৫৫২৬৵১৬৫	২০০০
ডিহি চণ্ডজুড়ি	৬০৪৫৯॥	১১৫১৫/১১৫	৪৮৯৩৵১৭৫	৪৩/৫॥	৪৯৩৬॥০	৪১২	৪৭২৪।৩	২০০০
ডিহি কোতরা	৬২৪১২।০	১৫৩৮৶৯	৪৭০২৫১৩।	৪৪॥০১১৫	৪৭৪৭।/৫	২৫৫	৪৪৯২।/৫	২০০০
ডিহি রোহান্দা	৫৮২২৬	১০৪৮।১৯	৪০৭৩॥৶৭	৪০৫১৫	৪১১৪।৶৮৫	১৯৫	৩৯১৯।৶৮৫	২০০০
ডিহি দেজাড়া	৫৬০৯৶৭	১৬৪৬। /৩।	৩৯৬২৫৵৩৫	৩৩।৵	৩৯৯৬।৩।	২১৫৫০	৩৭৮৩॥০৩৫	১৫০০
ডিহি বামনডাঙ্গা	৫৮১০৫১৭	১৫৯৮।৶৭।	৪২১২।/৯৫	৪১৫৵	৪২৫৪৶৯৫	১৯০	৪০৬৪৶৯৫	১৫০০
ডিহি বড়বাড়ী	৭৭০৮।৵৫৫	১৮৯৭॥/৭॥	৫৮১০৫১৮।	৫২॥৵১৩	৫৮৬৩।৶১১।	২৫০	৫৬১৩।৶১১।	২০০
ডিহি রংপুর	৩৪২৬।৶১৮৫	৮৪৩।/১৭।	২৫৮৩৵১॥	২১॥৶৬৫	২৬০৪৫/৮।	১৫৯৫০	২৪৪৭/৮।	২৫০০
ডিহি বিষ্ণুপুর	৪৫০০৶১১॥	৮২৫/১০॥	৩৬৭৫৵১	২২৶১২৫	৩৬৯৭/১৩৫	৬০	৩৬৩৭।/১৩৫	১০০০
ডিহি ফলটী	৩৩৯০॥/১।	৪৬৭॥৶৬॥	২৯২২৫/১৪৫	২৭॥৶১৬৫	২৯৫০।/১১॥	১৫৫॥	২৭৯৫/১১॥	১০০০
ডিহি কাদম্বগাছি	২২৯৩॥১০।	৩৯৭৩।	১৮৯৬॥৭	১৮৫/৫	১৯১৫।/১২	৯৯	১৮১৬।/১২	৯০০
ডিহি নওয়াপাড়া	২০৭৮৫৯॥	৩৮৩৫৬	১৬৯৫৩॥	১১৫/৫	১৭১০৫/৮॥	৮০	১৬৩০৫/৮॥	৮০০
	৮৯৮৩২৫৵৫৫	২৫০১২।৶১৫	৬৪৮২০।৶৪	৬০৩॥৯।	৬৫৪২৩৫৶১৩।	২৮৬৪	৬২৫৫৯৫৶১৩।	২৬১

ভারতবর্ষ কি ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে ?

এখনো কোন কোন এ দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভ্রম আছে যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও লন না। দশ বৎসর পুর্ব্বে এ বিশ্বাসটি প্রায় সাধারণ ছিল, কিন্তু নাইট সাহেব তাঁহার “ইণ্ডিয়ান ইকোনমিষ্ট” নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়া অনেকের বিশ্বাস দূর করেন। নাইট সাহেব এখন বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী হইয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যখন বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ইকোনমিষ্টের স্বাধীন সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁহার মত আর এক প্রকার ছিল। সেই সময় তিনি একটা প্রস্তাব লিখিয়া স্পষ্টাক্ষরে দেখান যে ইংলণ্ড বৎসর২ ভারতবর্ষ হইতে ১৬ কোটি টাকা শোষণ করেন। ইহার কিছু দিন পরে বোম্বাইয়ের দাদাভাই নারোজী লণ্ডনে একটি বক্তৃতা করিয়া সপ্রমাণ করেন যে ইংলণ্ড ক্রমে ক্রমে এ দেশ নির্ধন করিতেছেন। তিনি একটি আনুমানিক হিসাব ধরিয়া লন এবং উহা দ্বারা দেখান যে ইংলণ্ড বৎসর বৎসর বারো কোটি টাকা শোষণ করেন। এ দেশীয় প্রজারা কি রূপ দৈন্য তাহাও তিনি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করেন। এ দেশীয়দিগের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় গড়ে পঁচিশ টাকা তিনি ধরিয়া লন, তাহা হইলে প্রতি সপ্তাহে প্রতি জন আট আনার কম উপার্জ্জন করে। ইহার উপর আবার ইংলণ্ডের বৎসর বৎসর ১৬ কোটি টাকা শোষণ। ইহা বাদ দিলে প্রতি সপ্তাহে আমরা প্রত্যেকে সাত আনা করিয়া উপার্জ্জন করি ও প্রতি দিন চারি পয়সার কিঞ্চিদধিক আমাদের উপার্জ্জন হয়! ইংরেজদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি রূপ অবস্থা ছিল এবং তাঁহাদের আগমনেই বা উহার কি রূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা এক বার বেহার অঞ্চল দেখিলে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে। হিন্দুদিগের সময় ত কথাই নাই, মুসলমানদিগের সময়েও এখানে প্রভুত ঐশ্বর্য্য ছিল। এক জন ইংরেজ ইতিহাস বেত্তা বলেন যে বেহারের ন্যায় ধন ধান্যে পূর্ণ স্থান পৃথিবীর কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু এখন সেই বেহারের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! দুর্ভিক্ষের প্রখর বাণ দ্বারা উহা প্রতি দশ বৎসর অন্তর জর্জ্জরীভূত। এখানকার বিশেষতঃ ত্রিহুতের লোকদিগকে এখন যে কেহ দর্শন করিয়াছেন তিনিই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহাদিগের জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, মলযুক্ত ও ধুলিময় শরীর, পর্ণ কুটির ইত্যাদি দেখিলে কখনই বোধ হয় না যে ইহারা কখন সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় ছিল। এখন বৎসরের মধ্যে ছয় মাস উপবাস কি এক সন্ধ্যা আহার করিয়া ইহাদিগের জীবন কাটাইতে হয় এবং ইহারা যে সকল দ্রব্য আহার করে অন্য স্থানে তাহা গোরু কি ছাগলেও তৃপ্তির সহিত আহার করে না। ইংরেজদের আগমনে ত্রিহুতময় নীল কুঠি হইয়াছে এবং প্রধানতঃ নীলকরদিগের অত্যাচারেই এমন সোনার দেশ ছারখার হইয়াছে। আমাদের নিজ বাঙ্গলাদেশেরও কি রূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা যাঁহারা পল্লিগ্রাম ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের গুটি কতক পল্লী ভিন্ন বাঙ্গলায় এমন গ্রাম নাই যেখানে মধ্যবর্ত্তী লোকের ঘরে অন্ন আছে। কৃষকদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল হইয়া থাকিবে কিন্তু এক বার অজন্মা হইলে ইহাদের হা অন্ন করিয়া বেড়াইতে হয় এবং এখন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এ দেশীয়েরা যেরূপ কষ্টের সহিত তাহাদের কঠিন জীবন অতিবাহিত করে তাহাতে তাহাদের দৈনিক আয় যে চারি পয়সার কিঞ্চিৎ অধিক ধরা হইয়াছে সেটি অন্যায় বোধ হয় না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রধান দোষ এই যে এ দিকে শুল্ক বসাইয়া ও রপ্তানির সুগম করিয়া দিয়া যেরূপ জিনিষের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নির্ধন হইতেছি। পূর্ব্বে আমাদের এখন অপেক্ষা বেশী আয় না থাকিলেও খাদ্য দ্রব্যাদি এরূপ অজস্ছল ছিল যে লোকের বিনা কষ্টে চলিয়া যাইত। এখন প্রজার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া ইংলণ্ড যেমন বিলাস সাগরে সন্তরণ দিতেছেন সেই রূপ বিলাতি জিনিষের আমদানি হইয়া ভারতবর্ষের দেশে জাত বানিজ্য এক কালে নির্মূল হইতেছে। প্রতি জাহাজে বিলাতি কাপড়ের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র মনস্তাপ, দুষ্কর্ম্ম, অনশন, দুর্ভিক্ষ এ দেশে আগমন করিতেছে। পূর্ব্বে জেলায় জেলায় তাঁত চলিয়া সহস্র সহস্র পরিবার প্রতিপালিত হইত, এক্ষণ দিন দিন এ সমুদায় বন্ধ হইতেছে। শুদ্ধ কাপড় নয়, আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রায় অর্দ্ধেক দ্রব্যের নিমিত্ত ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া আমাদের থাকিতে হয়। বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমাদের সঙ্গে কারিকর ও মুজুর সম্পর্ক। আমরা কাজ করি আর ইংলণ্ড তাহার উপস্বত্ব ভোগ করেন। আমরা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া এখানে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করি এবং ইংলণ্ড অল্প মূল্যে উহা আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাই আবার অনেক গুণে আমাদের নিকট বিক্রয় করেন। আমরা তুলা প্রস্তুত করি, ইংরেজেরা উহা দ্বারা সুতা ও থান প্রভৃতি কাপড় প্রস্তুত করিয়া আমাদের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। এক বার ইংরেজ বণিকেরা এ দেশ হইতে ৯২১১৩০ টাকার চিনি লইয়া যান, আবার তাহাই পরিস্কার করিয়া এ দেশে উহা ৬০৮১৩১০ টাকায় বিক্রয় করেন, অর্থাৎ প্রায় সাত গুণ লভ্য হয়। ইহাতে দেশের অর্থ শোষণ হইতেছে, দেশ জাত বাণিজ্য ব্যবসায়ের লোপ পাইতেছে এবং আমরা ক্রমে ইংলণ্ডের মূজুর হইয়া উঠিতেছি। অর্থ-ব্যবহার-শাস্ত্র-বেত্তাদের মধ্যে কাহার ২ এই রূপ মত যে জল যেমন সমতল ভিন্ন অবস্থিতি করিতে পারে না অর্থও সেই রূপ সময়ে সর্ব্বত্র সমান রূপে বণ্টন হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ডে ধনের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে বটে, কিন্তু এই নিমিত্ত তথায় অর্থের তত আদর নাই, সুতরাং ইংরেজ বণিকেরা অনেকে নির্ধন অর্থাকাংখী ভারতবর্ষে আসিয়া তাহাদের অর্থ খাটাইতে বাধ্য হইবেন এবং ক্রমে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ধন সমান হইয়া পড়িবে। যদি ভারতবর্ষ ইংরেজদের একটি উপনিবেশ স্থান হইত তাহা হইলে এ যুক্তিটি কতক খাটিত, কিন্তু এ দেশ ইংরেজদের প্রবাস ভূমি মাত্র, পারত পক্ষে তাঁহারা এখানে বাস ও তাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করেন না এবং যদিও কোন ২ ইংরেজ বণিক তাহাদের অর্থ এ দেশে আনিয়া খাটাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কল্যই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইহা অপেক্ষা অন্য কোন দরিদ্র দেশে গিয়া তাহাদের অর্থ খাটাইতে পারেন। ভারতবর্ষ ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের নৈকট্য সম্বন্ধ আছে এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কোন উপনিবেশই ইংরেজ মহাজনদিগের প্রতি রুসিয়ার কুদৃষ্টি পড়িয়াছে এব…
ইংরেজবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ মত যে ভারতবর্ষ রুসিয়ার হস্ত গত করিয়াও যদি তাহার বন্ধুতা উপলব্ধি করা যায় তাহাও করা কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত অনেকে সাহস করিয়া এ দেশে অর্থ খাটাইতে চাহেন না। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষের ধন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পুনরায় যে এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে তাহা কে জানে? আর যদিও ইংরেজেরা এখানে আসেন ও আসিয়া অবস্থিতি করেন তাহা হইলেও তাহারা মহাজন ও আমরা চিরকাল তাহাদের মুজুর থাকিব। ফল ভারতবর্ষ যেরূপ দিন দিন অর্থশূন্য হইতেছে তাহাতে ইহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। এ দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহ প্রায়ই দীন দুঃখী প্রজাদিগের ফটোগ্রাফী তুলিয়া মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে ধরিয়া থাকেন। কিছু দিন হইল প্রধান গবর্ণমেণ্টের মুখ পাত্র স্বরূপ পাওনিয়র পত্রও এ দেশীয়দিগের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া একটী বিভীষিকা মুর্ত্তি চিত্রিত করেন। কিন্তু তথাচ আমরা বুঝাতে পারি না গবর্ণমেণ্ট কোন্ প্রাণে ইহাদিগের স্কন্ধে এরূপ উচ্চ হারে এতটি কর স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন?

রেলওয়ে দুর্ঘটনা।

শ্যামনগরের হত্যা কাণ্ডের পর অবধি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিয়া থাকেন যে বৎসর বৎসর রেলওয়ে দুর্ঘটনায় কত লোক হত ও কত লোক আহত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদের উপ… নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং প্রকৃত ঘটনা কত দূর প্রকাশ… পায় তাহা বলা যায় না। আপন দোষ গোপন করা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ, এবং রেলওয়ে বিভাগে… যে সকল ঘটনা প্রকাশ পায় না তাহা এক রূ… সাধারণের বিশ্বাস। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দ… করিয়া বলেন যে শ্যামনগরের দুর্ঘটনায় কয়ে… লোক মাত্র হত হয়, কিন্তু শ্যামনগরে যে প্রকৃত… না কি হয় তাহাতে এক্ষণ পর্য্যন্ত অনেকের স… আছে। ফল গবর্ণমেণ্টের যে এ দিকে দৃষ্টি পড়িয়া… ছে এটি শুভজনক বলিতে হইবে। ইহাতে রেলওয়ে… কর্ত্তৃপক্ষদের অনেকটা সতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। রেলওয়ে কম্পানির ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে দ্বারা কো… লাভ হয় না হয় সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি কম, কা… গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের এই রূপ বন্দবস্ত আ… যে রেলওয়ের নিমিত্ত তাহারা যে টাকা খাটাই… তাহার দরুন শত করা পাঁচ টাকা সুদ তাঁহার… বর পাইবেন। এই ৫ টাকা সুদেই রেলওয়ে কম্পা… সন্তুষ্ট, কাজেই রেলওয়ের উন্নতি কি অবনতির দরু… রেল শকট আরোহীদিগের কোন রূপ সুবিধা ি… অসুবিধা হয় তৎ পক্ষে তাহাদের তত মনোযোগ হ… না। গবর্ণমেণ্ট যদি সাক্ষাৎ ভাবে তাহাদের কার্য্যে… মধ্যে প্রবেশ করেন তবে প্রকৃত বিস্তর উপকার হয়… গত ৫ বৎসরে কোন্ কোন্ রেলওয়ে কত দুর্ঘটনা… তাহার তালিকা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে… আমরা উহা নিম্নে প্রকাশ করিলামঃ—

	১৮৬৯	“৭০	“৭১	“৭২	“
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	৭৬	১৮৭	১৫[illegible]	৬৯১	
ইষ্টার্ণ বেঙ্গাল	৩	৮	২	৮	
আউড ও রোহিল খণ্ড	৩৩	১৪	৪-	২৬	

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY 2nd *July* 1874.

We are glad tc hear that that able paper of Madras *Native Public Opinion* is going to be made a bi-weekly.

Babus Bhoodeb and Jogodishnath have got promotion, so long they were taken no notice of. We hope Sir Richard Temple will continue to deal fairly with the people he has come to rule. May we inquire why the Forest and Opium Departments are closed against the natives? We do not at all understand the policy of the thing. Some posts ought to be given to the natives.

We have to acknowledge with thanks the receipt of a copy of "the Selections from annual reports." The Selections contain a mass of valuable information. We hope Sir Richard Temple will here follow in the wake of his predecessor, and employ the newly created sub-deputies in collecting statistical informations from the district.

We are exceedingly glad to learn that Sir Richard Temple has suspended Road cess collections in Hoogly. This Sir George refused to do. This fact speaks for itself, comments are needless.

A correspondent from Gya sends us an account of an outrage which we hope is exaggerated. Two men in distress, presented themselves before Mr. Palmer, the Magistrate, and applied for advances of money. Mr. Palmer granted the request of one and rejected that of another. At this, the disappointed suitor began to importune with folded hands and piteously cried for mercy. But Mr. Palmer was very much irritated at his obstinacy and gave him a kick which however proved so violent that the man bled copiously. Mr. Palmer immediately made off after the kick was administered, and perhaps is up to this moment ignorant of the serious effect which his salutary kick proved upon the individual. Relief officers ought to be cool and patient.

The following appeared in the report on the Vernacular papers:

"The Jamalpore correspondent of the *Dacca Prokash* of the 31st May complains that Mr. Donough, the Deputy Magistrate and Collector of Jamalpore, is unduly assisted in the work of trying suits by his Sherishdar, who, in consequence is believed to possess great influence over him, and who does not fail to turn his power to good account. Bribes are freely taken."

The same paper has been publishing the same tale from some time past. In its last issue the Jamalpore correspondent of the same paper bitterly complains that though they had repeatedly brought the fact of the sherishtadars undue influence over Mr. Donough to the notice of Government no notice whatever was taken. The correspondent writes rather boldly, he says, why does not Mr. Donough bring a libel suit against them? Why though Grish Chandra Roy brought a complaint against him no notice was taken of it? Sometime ago a correspendent wrote to us from Jamalpore giving in detail the circumstances in connexion with Mr. Donough and his Sheristadar. But we declined to publish such serious charges against public servants without due inquiry. We wanted proofs, and at this many respectable men of Jamalpore corroborated the same account. If for no other reason at least for the sake of the fair fame of Mr. Donough an inquiry should be made.

Babu Gosto Beharee Mullick brought a charge of assualt against one Mr. Gill. But it is easy to bring a charge, the great difficulty is to prove it, especially if the charge be against a European. Failing to obtain satisfaction in the Police Court, he brought a civil action in the Small Cause Court. Even there he did not meet with better success and on the contrary he was made to pay damages to Mr. Gill for bringing a vexatious complaint which he could not prove. The *Indian Mirror* naturally exults at this, as nothing gives it greater pleasure than the misfortune of others and especially if the misfortune happen to fall upon a country- of his. Babu Gosto Beharee could not [illegible] the offe[illegible] happened; Gushto Beharee Babu tamely submitted to the assault. If he had resisted, he could have not only shewn marks on his person but would have been more universally sympathised both by his own countrymen and Europeans. Englishmen do not carry revolvers, and in Bengal at least would not shoot at an individual even if they did, and so we see no harm in returning a blow of an Englishman with as much force as one can command. There is no doubt a chance of losing an ounce or two of blood in going to fight with an Englishman, but we can well spare an ounce or two of blood and yet live. And physiologists will tell you that the best way of gaining blood is by losing it. We would advise Babu Gusto Beharee to throw up his pen, which he so ably wields and take up a club and learn how to use it. To turn now to the more agreeable case of Konnaghur, some further particulars of which we have learnt from the *Shahachar* and *Shaptahic Shamachar*. Babu Beharee Lal Roy wanted to get into an intermediate carriage from the Serampore Station but he was not allowed by a European, the only occupant of the carriage. An altercation ensued, the station master was referred to, but he adopted the safe course of putting Beharee Babu into another carriage. The train reached Konnaghur and Beharee Babu alighted and requested the Station master to help him in getting the name of the European who had abused him. The Station Master accompanied by Beharee Babu went to the European, who is an Assistant Superintendent of Police, and demanded his name. The name was not given but Babu Beharee was violently assaulted by the Assistant Keeper of the Peace who had come down to grapple effectually with the persistant and obstinate native. Now it never occured to this irritable son of Mars that Baharee was the nephew and disciple of the late Babu Kalli Kumar De of Rishra. Babu Kalli Kumar was a terror to the evil doing Europeans, he never resorted to the Police or Small Cause Court to obtain satisfaction, he rather preferred to depend upon his trusty fist, and the result was, he had never to establish his case and dance attendance at any court. Babu Beharee was ambitious to follow in the footsteps of his noble uncle, and he was quite ready to receive the blows of the Keeper of the Peace, and like a gentleman to pay them with compound interest. Only too late the European found that he had mistaken his man, and began to see oil seed flower at the repeated and well directed blows of the Babu. He staggered; blood was drawn, when few Europeans from the First class came to his assistance. Babu Beharee resented this interference and said "Come one at a time and I will fight you all.' But these gentlemen had no mind to fight, they came to protect the person of the European from the merciless blows of the Bengallee Babu. Both of them were at last handed over to the Police. Beharee Babu spoke the whole truth and Mr. Jeffry the Magistrate fined the European in the sum of Rupees Thirty. The *Shaptahic Shomachar* requests the Government to take into its consideration, the fact of the European being a Police Officer, whose duty was to keep the peace and not to break it. It is not at all necessary, this Police Officer will never more assault a Bengallee. To our humble thinking, there cannot be peace between the two races, Europeans and natives, so long the natives do not learn to assert their rights. It is a mistake to suppose that the natives will fall in the good graces of their rulers if they continue to assert their rights and provoke them by their impertinence. The natives cannot bear contempt, nobody not hopelessly degenerated and demoralized can, and Europeans will naturally continue to treat them with con-
tempt, so long they do not shew in an unmi-
takeable manner, that they are no longer go
to be treated in that way. If we deserve t
treated with respect by our rulers, frien
will immediately follow; friendship fo
upon the sohd basis of equality and frat
and not that of patron and *protege,*
and dog.

ANOTHER TOOTH BREAKING AFFA
time ago we published the accounts
hebgungo case where a Bazar was
the auspices of Mr. Harvey and h
the Magistrate came to the res
brother. It is no wonder th
an inveterate hatred towards
The District Reports teem
the District Magistrates
Press, but that of Mr. D'
in bitterness and rancor.
r[illegible] the case, publis
[illegible] Polic

Barton so that three of his teeth were broken, and Mr. D'Oyly, as usual, took the part of his countryman and committed the Sub-Inspector to sessions. Mr. D'oyly discredited the assertions of the witnesses of the defendant on the ground that they were all mussalmans, trying to save their countryman. Every one judges others by his own standard was Mr. D'Oyly very anxious to help his countrymen at the expense of truth and justice? We think not, for then he would have not committed the Sub-Inspector to Sessions; possessing ample powers, he would have finished the business himself. But the profound logical acumen of Mr. D'Oyly surprizes us, and he a district Magistrate who passed the difficult Civil Service Examination! Barton a Government officer sends for the Sub-Inspector at his house, tells him to do a thing, an altercation ensues, they fight each other and Mr. D'Oyly charges the Sub-Inspector with assaulting a public Officer in the discharge of his duty! From this it would appear that according to Mr. D'Oyly's opinion striking a man was a part of the duty of Lieut. Barton, for the Sub-Inspector obstructed Mr. Barton in only freely using his fists. Mr. D'Oyly says that the Sub-Inspector "was in fact so grossly impertinent that this provocation alone was enough to provoke any Englishman to retaliate." Mr. D'Oyly forgets one thing, an Englishman has his feelings and the Sub-Inspector had his feelings too. But without further comments we insert below the able and impartial judgment of Mr. Tweedie, the Sessions Judge:

"One day about the end of last March, certain Constables, who worked along with Lieut. Barton in Famine Transport duties, at Godagari were careless or insubordinate. For this offence Mr Barton struck them with a cane. They absented themselves from duty next day, and Mr. Barton sent for the Sub-Inspector of the Godagari police station, and required that that officer should cause the return of the absent Constables. The Sub-Inspector explained that they had gone to the Magistrate to complain against Mr. Barton for flogging them the day before and that he the Sub-Inspector could not produce them. Then Mr, Barton ordered the Daroga off and as the Daroga did not go as fast as Mr. Barton desired, he (Mr. Barton) rose from the chair on which [illegible]as sitting, and stepped towards the Daroga,

"All these facts are eli[illegible] Mr. Barton'
examination and by that
for the prosecution.

"Beyond this point
Mr. Barton says that th
having changed his
pect to one of disre
stick and struck M
with it, to the ca
bruises, Mr. Bar
neither spoken to
between the tim
chair and the l
for the Sub-
up, using ba
and violentl
spector ca
hands di
unintent
body,
in yie
willin
den
the
bl

সিন্ধ	১৪	২৮	৫১	৪৯	৪১
কলিকাতাও দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট	৩	৪	০	৫	২
নলহাটি	৬	৯	০	২	১
রাজ পুতনা	০	০	০	০	১৪
মান্দ্রাজ	৫০	৭৪	৬৮	৬০	৬৪
গ্রেট সাউদার্ণ	৪১	১	১	৩	১৯
গ্রেট ইণ্ডিয়ান	১৮৩	৩১৩	১৪৬	১৫০	১১১
বম্বে	১৩১	৭৫	৩৬	৪৪	৩৮
কর্ণাটিক	১	২	১	১	০
মোট	৫৮২	৭৭২	৫৪৮	১৫৩	৬২১

উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে ১৮৭২ অব্দে ৭৩ অব্দ অপেক্ষা বিস্তর দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু তেমনি একটি কথা আছে। ৭৩ অব্দের তালিকায় ক্ষুদ্র২ দুর্ঘটনা গুলি ধরা হয় নাই। তাহা হইলে উভয় বৎসরে এত তারতম্য দৃষ্ট হইত না। এটি অন্যায়। যত কেন ক্ষুদ্র ঘটনা হউক না কেন তাহা প্রকাশ করা উচিত। এই রূপে হয় ত অনেক গুরুতর ঘটনাও গোপন হইতে পারে। ফল আমরা একটি বিষয় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। ক্রমশ দুর্ঘটনা বৃদ্ধি হইতেছে। ৬৯ অব্দ ও ৭১ অব্দ অপেক্ষা ৭৩ অব্দে দুর্ঘটনার সংখ্যা ঢের বেশী এবং যদি ৭৩ অব্দের তালিকায় ক্ষুদ্র২ দুর্ঘটনা গুলি যোগ করা যাইত তাহা হইলে সম্ভবত উক্ত সালে ৭০ ও ৭১ সাল অপেক্ষাও বেশী দুর্ঘটনা দৃষ্ট হইত। এই রূপ দুর্ঘটনার বৃদ্ধি দেখিয়া অনেকের রেলওয়ে সম্বন্ধে আশংকা জন্মিতে পারে এবং ক্রম রেলওয়ে কম্পানির এত লোকসান হইতে পারে যে তাহারা ৫ টাকা সু... লোভেও আর এ দেশে টাকা ...টাইতে স... ...রিবেন না। অতএব রেলওয়ে
...র স্বার্থের দিকে দৃষ্টি থাকে
...ংখ্যা কম হয় ও রেলওয়ে
...প্রকার কষ্ট দূর হয় তৎ-
...গ প্রদান করিবেন।
...পর্য্যন্ত কত লোক হত
... তাহার তালিকা

আহত
...২০৪
...৪

...ধান তা-
...কে।
...রা

হইবে তেমনি লোক সাধারণেরও রেলওয়ের প্রতি আস্থা জন্মিবে। দ্বিতীয়তঃ কিঞ্চিৎ উচ্চ বেতন দিয়া এখনকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ দরের লোকদিগকে পইণ্টস ম্যানের কার্য্য নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হিন্দুস্থানী দিগের উপরই সচারাচর এই ভারটী দেওয়া হয়, সুতরাং ইহাদিগের কর্ত্তৃক যে মাঝে মাঝে মহৎ অনিষ্টের সংঘটন হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

সার রিচার্ড টেম্পল কিছু দিনের জন্য বেহার পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হন। তিনি মুঙ্গের হইতে বহির্গত হইয়া ঢাকা পর্য্যন্ত গমন করেন। পনর দিনে তিনি কুচবেহার, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদহ, রাজসাহী ও ঢাকা পরিদর্শন করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটি স্থান পরিদর্শন করায় যে বিশেষ কোন ফল হইয়াছে তাহা আমাদের বোধ হয় না। তবে সার রিচার্ড টেম্পেলের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম শীলতা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি বাঙ্গলার কি রূপ শাসন কর্ত্তা হইয়া উঠেন তাহা এখন পর্য্যন্ত আমরা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে তিনি যেরূপ মনোযোগের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি অসামান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি না হইলেও আমাদের পক্ষে মন্দ শাসন কর্ত্তা হইবেন না। সার রিচার্ড বলেন যে সর্ব্বত্রই উত্তম শস্য জন্মিয়াছে এবং ধান্যের যদি কোন বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তবে আর এক মাসের মধ্যে এই সকল স্থানের কষ্ট দূর হইবে।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর সব ডিবিসন হইতে আমরা কয়েক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র প্রেরকগণ বলেন যে উক্ত স্থানের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। এখানে যে কয়েক জন রিলিফ আফিসর আছেন তাহাদের মধ্যে দুই তিন জন ব্যতীত আর সকলেই অকর্ম্মা। কিছু দিন হইল এক ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য টাকার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। যদি রিলিফ আফিসরদের তাচ্ছিল্যে অনশনে লোক মারা পড়ে তবে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। আমরা ভরসা করি নাটোরের রিলিফ আফিসর গণের উপর যে গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে তাহা তাহারা অবহেলা করিবেন না, কারণ তাহা হইলে শুদ্ধ এখানে নয় পরমেশ্বরের নিকটও তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইবে।

আগামী শীতকালে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস ...চ সাহেব বিলাত গমন করিতেছেন। তিনি ... দেশে ফিরিয়া আসিবেন না। আমাদের চিফ ...কের নিকট যেরূপ অপ্রিয় তাহাতে এ সং... অসন্তুষ্ট হইবেন না। ইঁহার স্থানে কে ...হার এখন পর্যন্ত ঠিক হয় নাই। ...ন্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচার... ...র মর্গান আমাদের চিফ জষ্টিস ... পিকক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ... চিফ জষ্টিসের পদের নিমিত্ত ...য়া ছিল।

ইনের ৩২ ধারা বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। তবে কোন কোন জেলাতে অস্ত্র রাখিতে হইলে লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন আর কোন কোন জেলাতে অস্ত্র রাখিতে হইলে লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন নাই। গবর্ণমেণ্ট যে কি দেখিয়া এই দুই শ্রেণী করিয়াছেন তাহা আমরা ঠাহুরিয়া উঠিতে পারিলাম না। অন্য যদি কেহ পারেন এই নিমিত্ত এই দুই শ্রেণীস্থ জেলা গুলি আমরা নিম্নে উল্লেখ করিয়া দিলাম। যে যে স্থানে লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন নাইঃ—রাজধানী, বর্দ্ধমান, কটক ও ছোটনাগপুর বিভাগ; চাম্পারণ ও ত্রিহুত; রাজসাহী, মালদহা ও পাবনা। আর যেখানে পাস ব্যতীত বন্দুক রাখা নিষিদ্ধঃ—কুচবেহার, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ; গয়া, পাটনা, সাহাবাদ; বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মুরশিদাবাদ। দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় যে যেখানে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব সেখানে পাস ব্যতীত কেহ অস্ত্র রাখিতে পারে না।

নেটিব সিবিল সারবিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ইহারা এক শত টাকা ও ততোধিক বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেনঃ—

ললিত মোহন ধর, মন্মথ কুমার বসু, গঙ্গা নারায়ণ রায়, রেবেলো, শ্যামা চরণ মৈত্র, ভবতোষ বাঁড়ুয্যে, জগু নাথ বড়ুয়া, হরি মোহন সান্যাল, গগন চন্দ্র বাঁড়ুয্যে, টাকারী, গোপাল চন্দ্র মুখুয্যে, যোগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত, মাহাম্মদ আজিম, নীলাম্বর পাল, শিবানন্দ লাল রায়, দ্বারিকা নাথ মুখুয্যে, কেদার নাথ ঘোষ, আব্দুল রহিম খাঁ, অমূল্য চরণ মল্লিক, ইন্দ্রেশ্বর বড়ুয়া, খুদিরাম পোদ্দার, আবদুল ওহাব, গোপাল চন্দ্র বাঁড়ুয্যে, আবদুল খালেক, বিপীন বেহারী প্রামাণিক, নন্দ কিশোর দাস, ভুবন মোহন বাঁড়ুয্যে, মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ডাবাস ওয়েল, বাডায়ারী, দেবি প্রসাদ।

সম্প্রতি খাস আপীল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিতেছেন। আমাদের ভূত পূর্ব্ব চিফ জষ্টিস পিকক সাহেব এ সম্বন্ধে একটি তালিকা বাহির করেন। তাহা দ্বারা তিনি দেখান যে ৩০৪৭ টি খাস আপীলের মধ্যে ১৫৪৩ টির দাবি এক শত টাকার কম। তিনি আরো দেখান যে যদিও এই মকদ্দমা গুলির দাবি এক শত টাকার কম, কিন্তু ইহা বিচার করিতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি মকর্দ্দায় এক শত কুড়ি টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছে। তিনি আমোদ করিয়া বলেন যে এত গণ্ড গোল না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি গাঁটি হইতে দাবির টাকাট, উভয় পক্ষের খরচা এবং উভয় পক্ষকে ইহার উপর যদি কিছু মেঠাই খাইতে দেন তবু গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন যে খাস আপীল এক প্রকারে উঠাইয়া দিবেন। তাহারা দুইটী নিয়ম করিতেছেন। প্রথ... যদি নিম্ন আদালতের রায় আপীল আদালত বহাল করেন, তবে তাহার খাস আপীল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যদি মকদ্দমার দাবী দুই শত টাকার কম হয়, তবে বহালই হউক আর রদই হউক তাহার আর খাস আপীল হইবে না।

আমরা প্রায়ই সংবাদ পাইতেছি যে মফ... স্থানে২ অত্যন্ত সর্পের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ক... ব্যক্তি সর্প দষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগও করিয়া... যাহারা সর্প দংশনের আশঙ্কা করেন তাহাদের ... যে মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা... এক এক খানি অন...

বিজ্ঞাপন।

পুরু বিক্রম নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও ৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা।

স্থানাভাব প্রযুক্ত গত কয়েক সপ্তাহের মূল্য প্রাপ্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি নাই। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া বিরক্ত হইবেন না।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
প্রকাশক।

সংবাদ

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন "শ্রীহট্টের কারাগারে আরো ৯টী ঘানি গাছ প্রস্তুত করিতে আদেশ হইয়াছে। ইহা দ্বারা কারাবাসিগণের বিলক্ষণ ব্যায়াম শিক্ষা হইবে। গবর্ণমেণ্ট কয়েদী দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। ইহার পরে এক এক জনের শরীরে ৩৷ টাকার একটা বলদের বল হইবে সন্দেহ কি! বাঙ্গালীদিগের পক্ষে এক বলদের বল পাওয়াও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে! নির্ব্বোধ বঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কৌশল বুঝিতে না পারিয়া সময়ে ২ নানা কথা বলিতে থাকে।"

সহচর বলেন, "অদ্য আমরা আর এক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছি। আমরা শুনিলাম ইনি বেঙ্গলপুলিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী, ফতেগরে থাকেন। গত বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীরামপুরের ষ্টেসনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিলে, বাবু বিহারীলাল রায় নামে এক জন ভদ্রলোক, মধ্যশ্রেণীর টিকিট লইয়া একখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়িতে উঠিতে গিয়া দেখেন, সেই গাড়িতে এক জন মাত্র সাহেব রহিয়াছেন। তিনি ইহা দেখিয়া উহাতে উঠিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সাহেব কালা বাঙ্গালি দেখিয়া কোন মতেই উঠিতে দিলেন না বরং নানা বিধ কটু কাটব্য বলিতে লাগিলেন। বেহারী বাবু ষ্টেসনমাষ্টরকে এই বিষয় জানাইলেন। ষ্টেসনমাষ্টর জাতি ভাইয়ের অপমান অসহ্য বিবেচনায় বেহারী বাবুকে পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় উঠিতে বলিলেন, উহাতে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে উহাতেই যাইতে হইল। সাহেবের তথাপি [illegible] পড়িল না। তিনি তখন ও নানারূপ গালি [illegible]গিলেন। অবশেষে কোন্নগরের ষ্টেসনে গাড়ি পৌঁছিলে, বেহারী বাবু, দুঃখিত হইয়া ষ্টেসন [illegible]কে (বাঙ্গালি) ঐ বিষয় অবগত করিলেন, এবং [সা]হেবের নাম জানিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ষ্টেসনমাষ্টর বেহারী বাবুকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আদালতে অভিযোগার্থ সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব কীটাকীট নিগার বাঙ্গালির এরূপ আস্পর্দ্ধা দর্শনে ক্রোধে [...] হইয়া, গাড়ি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সহসা বেহারী [বা]বুর বক্ষঃস্থলে এক ঘুসি মারিলেন। বেহারী বাবু প্রথমে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে বাড়াবাড়ি দেখিয়া আত্ম রক্ষার্থ উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিয়ৎকাল উভয়ে ঘোরতর ঘুসাঘুসি ও হস্তাহস্তি উপস্থিত হইল। শেষে নিগারের কাষ্ঠ ঘুসিতে সাহেবের [...] দর্শন দিল। মাংসাশী সাহেব নেটিবের প্রহারে [...] হইয়া পড়িলেন; কণ্ডুয়ন কতক নিবৃত্ত হইল। [ই]হা দেখিয়া প্রথম শ্রেণীর কএক জন সাহেব শশব্যস্তে তথায় উপস্থিত হইলেম। তখন কাউয়ার্ড ভেতো [বা]লি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনারা ভদ্র[লো]কের ন্যায় এক এক করিয়া আসুন। দেখা যাউক [...]র বাহুবল কত! নতুবা আপনারা ৪। ৫ জন একত্র [...] আমার সহিত লাগিলে আমি পারিব কেন?" [শু]নিয়া সাহেবেরা প্রহৃত সাহেবটিকে লইয়া [...] গেলেন। সেই সময়ে পুলিষ উভয়কে [...] [ক]রিন। অদ্য শ্রীরামপুরের মেজিষ্ট্রে[...] [সা]হেব বাবাজীরই ৩[...]

আশ্চর্য্য হইলাম, সাহেব মহাপুরুষ কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়াছিলেন। এটী বোধ হয় লজ্জার ভয়ে। যাহা হউক, আমরা বেহারী বাবুর অসম সাহস দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তিনি সাহেবের শ্বেত গাত্রে হাত তুলিলেন কেমন করে!! অথবা "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" এই যে প্রবাদ বাক্য আছে, এ স্থলে তাহা দর্শন করা গেল। তিনি যে লোকের ভাগিনেয়, ইহা তদুপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। রিসিড়া নিবাসী মৃত বাবু কালীকুমার দে তাহার মাতুল ছিলেন। অনেক ইংরাজ কালী বাবুর নামে হাড়ে কাঁপিতেন। বস্তুতঃ কালী বাবু দুষ্ট ও নষ্ট প্রকৃতি ইংরাজ দিগের পক্ষে মহৌষধ স্বরূপ ছিলেন। এই উপলক্ষে আমরা ডেলি নিউস সম্পাদককে কিঞ্চিৎ জলযোগ না দিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। ডেলি নিউস সম্পাদক স্বজাতি পক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়া, এই ঘটনাটী বিপরীত বর্ণন করিয়া স্বজাতির মান রক্ষা করিয়াছেন। বাঙ্গালির হাতে মার খাওয়া বড লজ্জার বিষয়। ইহা কি সম্পাদক প্রাণ থাকিতে কলমে বাহির করিতে পারেন। বলিতে কি, বাঙ্গালিদের আজি কালি বড় বেয়াদবি হইতেছে। ইহারা গাধার মত প্রহার গালি প্রভৃতি সহ্য করে না কেন?"

—হতভাগ্য নবীন পোর্ট ব্লেয়ার হইতে এক খানি পত্র তাহার আফিসের কোন বন্ধুকে লিখিয়াছে। আমরা উহা সাপ্তাহিক সমাচার হইতে গ্রহণ করিয়া এ স্থলে প্রকাশ করিলাম। "আপনাদের নিকট হইতে বিদায় হইবার পর আর সাক্ষাৎ রহিত এবং পত্রাদি দ্বারা মহাশয়ের কোন সংবাদ পাই নাই। আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ যে ভাবে যে মোকদ্দমায় দায়মাল হইয়া কালাপাণি পোর্ট ব্লেয়ার টাপুতে চালান হইয়া কয়েদি হইয়াছি তদ বিবরণ লিখিয়া কি জানাইব? স্থানটী টাপুই বটে; চতুষ্পার্শ্বে সমুদ্র, তন্মধ্যে স্থত হইয়া জীবন মৃত্যু অবস্থায় কাল যাপন করিতেছি। বিধি আমাকে যে এমত কঠোর যন্ত্রণায় পতিত করিবেন তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর। যে প্রণালীতে দিন গত করিতেছি তাহাতে এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার না হইলে স্বল্প কালের মধ্যেই যে প্রাণ বিয়োগ হইবেক তৎপক্ষে সন্দেহ বিহীন। আত্মীয় বন্ধু মহাশয় দিগের সহিত জীবনান্ত সময়ে যে সাক্ষাৎ হইল না এইটী খেদের বিষয়। শ্রীযুক্ত—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পত্র পূর্ব্বে প্রাপ্ত হই; তৎপরে তিনি এ দাসকে আর কোন পত্রাদি না লেখাতে সম্পূর্ণ চিন্তাযুক্ত আছি। পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছেন অনেক ভদ্র লোক একত্র হইয়া আমার মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টে সত্বরই দরখাস্ত করিবেন, তাহারি বা কি হইল, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। বন্ধু মহাশয় গো! আমি মিনতি পূর্ব্বক জানাইতেছি ভরসা মহাশয়েরা, যাহাতে আমার উদ্ধারের উপায় চেষ্টা সত্বরে ঘটনা হয় তাহা করিবেন এবং প্রশংসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সত্বরে বলিবেন। তিনি আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন কি না ও বহু দিন পত্রাদি না দেওয়ার কারণ কি, বিস্তারিত জানিয়া অতি সত্বরে এই পত্রের প্রতিউত্তর লিখিবেন। মহাশয় গো! আমি কেনই বা বিবাহ করিয়া ছিলাম? বিবাহ না করিলে এমত ঘটনা হইত না। বিধি আমাকে কেন এমত কুপথগামী ক[...] য়াছিলেন? এক্ষণে পরের জন্য প্রাণ যায়, সকলই ক[পা]লের লেখা। বোধ করি চিন্তা ও পরিশ্রম উভয়[...] সত্বরই প্রাণ বিয়োগ হইবেক। আমি [...] থাকিলাম পত্রের প্রতি উত্তর সহ [...] বেন। নিবেদন ইতি সন ১২[...]

—বোম্বাইয়ে এক [...] চারী আছেন [...] একাশী [...] [...]রিয়া [...] হই[...] হে যাবৎ [...] অবস্থায় [...]

আরূঢ় করেন সেই দিন এই প্রথাটি তিনি উঠাইয়া দেন। সম্প্রতি আবার একটি ব্যবস্থাপক সভা তিনি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সভ্যগণ অতি বিচক্ষণ লোক এবং রাজা তাঁহাদের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করেন না। শ্যাম রাজ্যে দুটি শ্বেত হস্তি ধরা পড়িয়াছে। বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই দুটি হস্তি রাজ প্রাসাদে রক্ষিত হই[য়া]ছে। শ্যাম দেশবাসীরা শ্বেত হস্তিকে অত্যন্ত সম্মান করে। বর্ত্তমান রাজার চারিটি শ্বেত হস্তি আছে এবং এই নিমিত্ত রাজা বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার কোন পূর্ব্ব পুরুষের চারিটি শ্বেত হস্তি ছিল না।

—সিলন অবজারভারে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে মাতৃসাঙ্গালা নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। মন্দিরস্থ দেব মূর্ত্তি হইতে এক রূপ আলোক বহির্গত হয়। ইহার কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

—মৃত আসান্টি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আনসা এখন লণ্ডনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি সার সি ম্যাকারথিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার মস্তকের কঙ্কাল দ্বারা সুরাপান করিবার নিমিত্ত একটি পাত্র প্রস্তুত করেন। আসান্টি রাজ্যে এই রূপ নিয়ম যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনারূঢ় হয়েন না, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। এই নিমিত্ত প্রিন্স আনসা আসান্টির রাজা হইতে পারেন নাই। ইংরেজদের সহিত এই রাজ পুত্রের বিশেষ সৌহৃদ্যতা আছে এবং এরূপও শুনা যায় যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে কিছু ২ পেনসন দিয়া থাকেন। যদি ইনি আসান্টির রাজা হইতেন তবে সম্ভবতঃ ইংরেজদের আসান্টি যুদ্ধ সংক্রান্ত এত বীরত্ব দেখাইতে হইত না।

—গত কল্য হাইকোর্টে এক জন সাহেবের প্রতি হত্যাপরাধে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

—বন বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী জেমস্ ডি ওসলামের নামে ইহাই বলিয়া নালিশ হইয়াছে যে প্রথম স্ত্রী থাকিতে এ ব্যক্তি দ্বিতীয় বার পত্নি গ্রহণ করিয়াছে। উভয় স্ত্রী কলিকাতায় পুলি[সে] অপরা[ধ] [...] শ্বেত হইয়া সাক্ষ্য দেয়। [...] টাকা জরিমান[া] [...]

—[...]গরের জেল[...] সাব্যস্ত হওয়ায় তাহা[...] আঠার মাস কারাবাস [...]

[...]র্ষের শ্রাদ্ধ।

[...] [লিখিয়া]ছেন যে দিনাজপুর জেলা [...] দিনক আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহাশয়[...] যথাচিত উপায় পূর্ব্ব[...] এবার ভীষণ [...]ছেন এবং এক্ষণও প্রাণ পণে গবর্ণমেণ্ট ইং গবর্ণমেণ্টের দয়ালুতা ও প্রজা[...] ইতেই কৃপিরিদর্শনে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতে কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকা যায় না। [...]হিতৈ[ষী] যথেষ্ট সংগৃহীত হইয়াছে, কোন জে[লায়] প্রদা[...], কোথাও ২০ হাজার, কোথাও বা ত[...] জমা আছে। চাউল বিতরণ ও সুলভ [বিক্রয়]ও প্রায় গোলায় গোলায় হইতেছে। [...]র অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই, তবে যে আমাদিগকে [...]ময় কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সে কেবল অর্থ কর্ম্মকর্ত্তাদের দোষ ব্যতীত আর কিছুই [নহে।] অদ্য পাঁচ সাত দিন অতীত হইল কোন কা[...]লক্ষে একটী স্থানে বেড়াইতে গিয়া ছিলাম, [সে]খা[ন]ে যাহা যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিয়াছি তাহা পাঠক গণের গোচর করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজাগণের (মজুর দিগের) জীবনোপায় নিমিত্ত এবার কতক গুলি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, যথা ড্রেন নির্ম্মাণ ও দীঘিকা খনন ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছা মত এই সকল কাজে নিয়োজিত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থোপার্জ্জন করত কোন রূপে কষ্টে সৃষ্টে আপনাদের নিরুপায় পরিবারগণের প্রতিপালন করিবে। কোন্ স্থানে দীঘিকা খনন আবশ্যক তাহা বোধ হয় পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। যে স্থলে দীন দরিদ্র ব্যক্তি গণের বাস[...] [...] কোন জলাশয় নাই [...]

withstanding an inherent improbability, but the circumstances alleged are obviously such as to require very clear evidence to establish them.

"Now the only evidence on the whole record—and it is a very voluminous one—is that of Mr. Barton himself, every other witness who speaks to the point declares that the *Shaheb* having risen from his chair proceeded to push the Daroga away from the place, thus himself being the first to use criminal force. From the variety of witnesses all agreeing on this point, coupled with the inherent improbability of the allegation that the Sub-Inspector struck the inoffensive Shaheb, I have no hesitation in saying, that owing to the heat of the moment, or other cause which directed his attention from what really occured, Mr. Barton is wrong in saying, that he did not push the Daroga and that forcibly before the Daroga's cane ever came into contact with his body. I also find it established by the evidence that Mr. Barton was at the time in a passion, that he used words of abuse to the Daroga and that he was thus both a reasonable cause of terror to the Daroga and also was not in a mental condition such as would enable him accurately to note the precise events which occurred.

"Mr. Barton I thus find to have been the assailant.

"It is also on proof that Mr. Barton had on the previous day or shortly before beaten two constables and this fact was known to the Sub-Inspector.

"Putting these considerations together it is in my judgment plainly proved that the circumstances as they existed *at the time when Mr Barton having risen from his chair was approaching the Sub-Inspector*; and still more at the time when Mr. Barton laid his hand on the Sub-Inspector and pushed him were such as to give rise to the exercise of the right of private defence as laid down in section 97 and following sections of the Indian Penal Code.

"This being the case even if we assume that the Sub-Inspector did, as alleged by Mr. Barton and one witness deliver downright blow with his cane as Mr. Barton approached him he did only what he had a right to do "and nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence.'

"Under th[\to the e[\he law it is unnecessary for
me to fir[ga was a o whether the statement
of Mr. [ssion of the a[ne witness (Mothoor)
[e other witnesses the blow struck by the
[y the daroga, but th[one, or the quasi-ad-
[nto contact with M[the statement of al
[even if the blow was [no blow was struc[
[Inspector committed [e accidentally came
Code Sec 96) [ ) be correct, for

"The further assault alleged the Sub-
[mitted on the Daroga w. (Indian Penal
blow from the Daroga or [
had accidentally grazed hin[Barton com-
[doubtedly was by defensiv[r receiving a
[able severety struck by [aroga's can[
is not, properly speaking, be[as it un-
however, admitted by Mr. Bar[onsider-
cannot conclude these remarks [ector)
its opinion that from first to [It is
himself in a false position, [e court
violated the law, and behaved i[essing
together improper to the rank and [put
which he holds. He illegally [edly
constables one day, he sends for, an[al-
Sub-Inspector next day, he then comm[nt
assault at first, and subsequently beats th[o
[pector with his fist to the effusion of b[
[llegation of the Sub-Inspector's impert[
not established by evidence, and wou[
if established, have been sufficient to excu[
assault committed. The real fact inferrable[
the evidence, is that Mr. Barton became[
annoyed and then enraged at the Sub-Inspec[
inability to recall the Constables who had g[
to complain against him, that he assaulted t[
Sub-Inspector, in a moderate degree at first, b[
afterwards (either on being struck by the Sub-
Inspector, or on the Sub-Inspector's cane coming accidentally in contact with his body) in a very violent manner, all this is matter of great regret.

"I am of opinion that this case ought not to have been sent for trial to this court. It should have been disposed of by the Magistrate whose powers of punishment are ample for the requirements of the case even had all the complainant's story been proved.

"The Court directs that the said Kussimuddnee be acquitted and discharged from the bail given for attendance at his trial in this Court."

We believe the Sub-Inspector has been reinstated in his post but who is to pay for the [e]xpences that he incurred? Who is to pay him for the trouble that he underwent? Who is to pay him for his broken teeth? And what was the punishment awarded to Lieutenant Barton who from the beginning to the end placed himself in a false position and violated the law? The Police are defended by the Executive authorities when a charge of oppression is brought against them by the people, but no sooner the Police comes in contact with white-men, well, then he is charged with obstructing a public officer in the discharge of his duties.

The Civil Appeal Bill:—When that eminent salute hunter, His Highness, the Moharajah of Vizianagram said, that Mr. Hobhouse was the greatest lawyer and the most eminent jurist in the whole world, we thought His Highness was only hunting after salutes. But we never dared to hope that Vizianagram was not, after all, very far from the mark, and that Mr. Hobhouse was capable of producing that wonderful speech, which he delivered at the Viceregal Council on the 26th ult. Never perhaps in the annals of the Supreme Legislative Council was such a closely argued speech delivered, and never was such an admittedly dry subject made so interesting by the manner in which the subject was treated. To the bill we have some objections, but the intention is good, generous; the motive purely disinterested. Whenever a new measure is proposed to be introduced, the first thing that a native does, is to look at the motive which gave it birth. The general belief is that there can be but only two objects, for which a new measure may be required *viz:* to repress the native or to increase his taxation. But we have sought every corner of the speech, and nowhere did we find another object, but a desire of unmixed good to the people of the country. The motive cannot be bad of a measure which comes from Lord Northbrook and his ministers, and His Lordship has inspired us with that belief in his goodness. Without further ceremony therefore we proceed to discuss the measure.

The object of the proposed measure is to check the growing passion of the Bengallees for litigation, by limiting the number of appeals. The measure is meant for Bengal alone where the passion for appeals is stronger than in any other parts of the empire. Here a man in Bengal will spend fifty Rupees in a suit of five Rupees and the passion which leads a man to such a folly ought to be discouraged by all means. It ruins both parties and it draws upon the public. It gives an advantage to the rich over the poorer, who prolongs the suit and at last wins the case when the weaker party is exhausted. Thus rich people in this country rarely lose a [cas]e with a poor man. Sir Barnes Peacock clearly [de]monstrated how these vexatious and ruinous [a]ppeals drew upon the public purse. He found th[at] out of 3,047 special appeals presented in the ye[ar] 1869, 1543 were under one hundred Rupees, and calculated the expenses of each such case to [the] *public alone* at from one hundred to one hundred a[nd] twenty Rupees! He pointed out that it would be cheaper to Government to pay the amount demanded, with the costs of both parties, and to give them a bonus besides, for being good enough to abstain from litigation than it was, to try the cases! Then the cost to the litigants; how many noble families have been ruined by these prolonged litigations! Anything which puts a check to this passion of our countrymen must be welcome to those who have the welfare of the country at heart. Now let us see what measures Government proposes to avert this evil.

The main object of the bill is (1) that there shall be no appeal in the High Court, when the first appeal results in a confirmation of the judgement of the Court below, and (2) there shall be no appeal in the High Court when the value of the suit is under two hundred Rupees.

Some qualifications are also proposed that in important cases where money is not the measure of the thing at stake, the parties may have a chance in the High Court. The proposed measure will serve its end, it will considerably reduce the number of [se]cond appeals. But there is another party who [mu]st be served first of all. If the measure reduces [the] number of appeals and serves the cause of justice, [le]t it be introduced at once. That it will reduce [the n]umber of appeals is clear but will justice be
[ ] as it is done now? Mr. Hobhouse says
[ ] is not bound to find machinery for
[ ]ll suitors are satisfied. The State's
[ ]rovide a reasonable amount of
[ ] this is rather vague, but
[ ] means by a reasonable
[ ] He says when two
[ ] one in sitting in
[ ] presumption
[ ]ter served
[ ] Mr.
[ ]d
a[
a[
by[
H[
very[
Judg[
be w[
compe[
must[
educate[
petent[
We can[
but w[
doing[

do we cannot afford to import trained lawyers from Europe to constitute the Courts of First Instance. Moreover the Moonsiffs are controlled by the appellate courts. The Sub-Judges are only more experienced Moonsiffs, and highly trained so that they have a claim to a seat in the High Court. Even if we were to import men from Europe, we would scarcely find there better men than the Sub-Judges of the country. But the first appellate Court which is proposed to be made final; is it competent? The Judges who constitute these courts must be as clever and as experienced as the High Court Judges are, or at least more clever and experienced than the Sub-Judges. Now what are these Civil Judges? They are but highly trained Magistrates! And highly trained revenue collectors! They know the Criminal Procedure Code by heart, they can at once tell you how many *budmashes* there are in the District, the state of the crop, trade, manufacture and will be able to give you a vast deal of informations. But will that entitle them to be held as the highest authorities in civil suits? A good Magistrate and Collector after a great deal of experience becomes a better Magistrate and Collector, and not a good Judge. As sessions Judges they can do very well, but as Civil Judges their opinions cannot be worth much. A moonsiff ought to know better, a moonsiff of some years standing much better and a Sub-Judge has a claim to a sit in the High Court. Then there is another class of Judicial Officers whom it is not likely we shall forget. It is not likely that any one should forget them who have some Muffosil experience. There are no doubt some excellent men in the ranks of Additional Judges, but their number is small. There was one whose death we sincerely lamented the other day. Officers, whom the executive could make nothing of, are transferred to the Judicial service and posted as Additional Judges. Officers who have forgotten every thing in connection with India, after a long stay in England, are posted as Additional Judges. The case of one we perfectly remember. He came to India, took charge of his Office, sent for his Sheristadar and told him frankly "Babu! You must help me, I have forgotton every thing." Now these Additional Judges have the powers of a Civil Judge and appeal cases are generally tried by them! It was a strange anamoly to allow profoundly ignorant men and inexperienced Judges to sit in appeal upon cases adjudged by highly trained and experienced lawyers such as the Sub-Judges and Moonsiffs. But so long there was a remedy to correct the disastrous effects of this anamoly—there was an appeal to the High Court. But now that the Government is going to close this avenue, it is proper that these appellate Courts should be thoroughly improved to satisfy "reasonable" men. The High Court Judges are selected from the ranks of experienced Civil Judges and trained barristers and Pleaders and the Court enjoys the confidence [of] the nation. Some such thing must be done [t]o create confidence in the appellate, now to be made final courts. Either the Civil Judges mu[st be] taken from the ranks of Barristers, Pleaders, and Moonsiffs or the Civil Judges must first begin as Moonsiffs. Why not raise Sub-Judges [to] th[e] ranks of Civil Judges? The boon required [may] be very great, but it is we believe not [ ] as Lord Northbrook is not capable of [ ] It will, we believe, be granted that we [do not] speak from over fondness for our coun[trymen] when we say that there are many in the ranks [of] Sub-Judges who are decidedly better than th[e] ordinary run of Civil Judges. Such Native Judge[s] will cost the State much less. That is one thing. The next thing is that Justice will be better administered—and such a concession will be accepted by the natives with deep gratitude. Whether it will be expedient on political grounds to grant such a boon, is more than we can tell but we believe the Government Policy is n[ot] against giving Judicial powers to natives. We [see] no harm in giving such powers to natives. [The] highest judicial powers have been given to th[e] natives with advantage both to the people and Government, the experiment was tried and has succeeded. We donot go so far as to demand that sessions cases shall be tried by such Judges. Those cases might be tried by Circuit Judges selected from the ranks of experienced Magistrates and such Judges may be in charge of 2 or [3] Districts. Whether the above plan be feasible or not, one thing is certain; the appellate C[ourts] must be improved first of all before limiting [by] law the number of appeals. It is not always th[e] passion leads a native of Bengal to carry hi[s] suit from one Court to another as long as he is allowed do so. The decision of the appellate court does not always satisfy him, because he has [no] great confidence in its judgement. It is when [the] High Court pronounces its judgement, the p[arty] is at last convinced that his cause was not r[ight] after all. If the truth must be told, this pa[ssion] of the Bengallees for appeals may be attrib[uted to] an incompetent judicial machinery. If the [ ]
[ ] removed, the number of appeals w[ill]
[ ] and gradually fall. The undoubted i[ntention]
[of the Gov]ernment is to confer a great boon and
[ ]n going to reduce the number o[f]
[ ]of justice may not be harm[ed]
[ ]other points in the [ ]

মাঠের মধ্যবর্ত্তী যে স্থানে পথিক জনের তৃষ্ণা নিবরণার্থ জলাশয় থাকা আবশ্যক, সেই২ স্থানেই দীঘিকা ও পুষ্করিণী খনন যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। গবর্ণমেণ্টরও তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বার কাণ্ডটা কি হইয়াছে? দেখিলাম যে স্থানে সম্পন্ন লোকের বাসস্থান, সেই স্থানেই জলাশয় খনিত হইয়াছে ও হইতেছে। কাহার বা বাহির বাটীর সন্নিধ্য কাহার বা বাটীর পিছনে। এই রূপে ধনী লোকেরা যাহার যে স্থানে সুবিধা, তিনি সেই স্থানেই এই সুযোগে একটা জলাশয় দেওয়াইয়া লইতেছেন। এক শিবগঞ্জে আদ মাইলের মধ্যেই ৪টী দীঘিকা খনিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী পুরাতন পুষ্করিণী ঝালান হইয়াছে আর দুটী নূতন। নূতন দুটীর মধ্যে একটী জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরীর বাহির বাটীর নিকট, দ্বিতীয়টী মহাজন শ্রীযুক্ত হর গোবিন্দ সাহার বাটীর পিছনে। এই দুইটী জলাশয় অন্ততঃ আট দশ বিঘা অন্তর হইবেক। ইহার অদূরবর্ত্তী পুরাতন পুষ্করিণীটীও ঝালান হইয়াছে! এরূপ ভাবে জলাশয় খননের গুহ্য কারণ কি? এক শিব গঞ্জের কথা এস্থানে উল্লেখ করিলাম, এই রূপ হরিনারায়ণপুর ও দুলগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হইবেক। যদি লোকের উপকারার্থে প্রাগুক্ত কার্য্য করাই মুখ্যোদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ রূপ করা কদাচ উচিত নয়। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে এরূপও শুনিয়াছি যে শত২ দরিদ্র ব্যক্তি দিবা রাত্র আর্ত্তনাদ করিয়াও তাহাদের গ্রামে পুকুর দেওয়াইতে [illegible]ন না, আর কোন ব্যক্তি যাইয়া অনায়াসে রূপ চাঁদের জোরে কৃতকার্য্য হইয়া আসিলেন। এই ঠাকুরগঞ্জ বিভাগের রিলিফ আফিসার সাহেব মহোদয় ও অন্যান্য অনেক কর্ম্মচারীই সচ্চরিত্র ভাবে কার্য্য করিয়া প্রজাদিগের যথেষ্ট হিত সাধন করিতেছেন। কিন্তু [illegible]শয়, মধ্যে২ দুই একটা অকাল কুষ্মাণ্ডের দুষ্ট আচরণ দৃষ্টে আমরা যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইতেছি। [illegible]দিগকে [illegible] আজুরা দান করা হয় না ও অ[illegible]প্রকার অত্যাচার দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে এ রূপও [illegible] পাওয়া যায়। প্রায়ই শুনা যায় অমুকে এক শত [illegible] বেতন পান বটে, কিন্তু কাজটিতে বেশ উপার্জ্জন [illegible], মাসিক ৫০০ শত টাকার কম পড়ে না। অমুকে [illegible] টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিয়া এক মাসে বার [illegible] টাকা উপার্জ্জন করিলেন। পাঠকগণ, বলুন দেখি [illegible]টা কি? একি এক প্রকার লুট নয়? গবর্ণমেণ্ট [illegible]ণের দুঃখ দূরীকরণার্থে অর্থ দান করিবেন, [illegible]র সেই টাকা লইয়া বাবুরা বাবুগিরি করিবেন। [illegible]কি চক্ষে সহ্য হয়? শুনিলাম বোচাগঞ্জ বিভাগে [illegible]ফ আফিসার সুরেন্দ্র বাবু একটি ঘুসের [illegible]রকে আসিয়া ছিলেন, কিছুই প্রমাণ হইল না। [illegible]মরা সুরেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করি যে তিনি যেন [illegible]বিষয়ে বিশেষ একটুকু মনোযোগ করিয়া দেখেন। [illegible]তে২ আর একটি কথা মনে পড়িল। নিষ্প্রয়োজনে [illegible]র শ্রাদ্ধ হইতেছে কিন্তু যে কার্য্যে সর্ব্ব[illegible]ণের প্রকৃত পক্ষে হিত সাধিত হয়। তাহাতে তত [illegible] মনোযোগ নাই। গোবিন্দ নগর প্রভৃতি বনময় [illegible] বৎসর বৎসর কত প্রাণী হত্যা হইতেছে, কিন্তু [illegible]ক রিলিফ আমলা গণের ভ্রুক্ষেপও নাই, আমি [illegible] করি সাধারণের উপকারার্থে বন পরিষ্কার [illegible]আবশ্যক।

[illegible]ঘাটের মুনসফি আদালত ও সেরেস্তাদার।

[illegible] দিন পূর্ব্বে এই আদালতে অনেক মকদ্দমা [illegible] রুজু ছিল। তন্নিমিত্ত আহেলা মামলার বি[illegible]বিধা ও ক্ষতি হইত। ইহা নিবারণার্থে অল্প [illegible]ত এক জন অতিরিক্ত মুনসেফ প্রেরিত [illegible]। কিন্তু অতি শীঘ্র তিনি স্থানান্তরিত [illegible]বং হইয়াছে। এইক্ষণ সমুদায় কার্য্যের [illegible] মুনসেফ বাবুর স্কন্ধে পড়িয়াছে। যদিচ [illegible]রক এবং কর্ম্মক্ষম কিন্তু তিনি একাকী নি[illegible] দুই জন [illegible]

[illegible]প সম্ভব নহে। এ নিমিত্ত নির্দ্ধারিত দিনে সকল মকদ্দমার বিচার কার্য্য আরম্ভও হয় না। দূর দেশ হইতে সাক্ষী আসিয়া অনর্থক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় আহেলা মামলার ও সাক্ষিগণের বিশেষ ক্ষতির ও কষ্টের কারণ হইতেছে। আর এক জন অতিরিক্ত মুনসেফ এখানে শীঘ্র প্রেরিত না হইলে, এরূপ কষ্ট নিবারণের অন্য উপায় নাই।

রাণাঘাটের মুনসফি আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুত চন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এক জন পুরাতন আমলা। বহু কালাবধি আমলাগিরি করিয়া এইক্ষণ সম্যক রূপে শ্রম করিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং সেরেস্তার প্রায় সমুদায় কার্য্য তাইদ নবিস দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাতে অনেক সময়ে কার্য্যের গোলযোগ এবং তদ্দ্বারা সাধারণের বিশেষ অনিষ্ট হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি! কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সেরেস্তা হইতে দুইটি নথি খোয়া যায় এবং অনেক অনুসন্ধান করাতেও তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। এ প্রকার গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত জজ সাহেব দয়া প্রকাশ করিয়া সেরেস্তাদারের দশ টাকা মাত্র জরিমানা করেন। উপরোক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে ঐ সেরেস্তার আর একটি নথি ধরা পড়ে, যাহাতে আদৌ ওকালত নামা ছিল না। জজ সাহেব সেই নথি দেখিয়া তাহার সমস্ত কাগজ আপন নথি দস্তখত করিয়া চন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় সেরেস্তাদারের জিম্বায় রাখেন। তৎকালে সেই নথির কোন কাগজে কৈফিয়াত লেখা ছিল না। কিন্তু কিছু দিন পরে জজ সাহেব যখন পুনরায় সেই নথি দৃষ্টি করেন, তখন দেখেন যে সেই নথির আরজির পৃষ্টায় এই মর্ম্মে সেরেস্তাদারের এক কৈফিয়াত লেখা রহিয়াছে যে এ নথিতে ওকালত নামা নাই। ইহা দেখিয়া জজ সাহেব সেরেস্তাদারকে কুষ্ঠিয়ায় বদলি হওয়ার হুকুম দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অদ্যাবধি সেরেস্তাদার রাণাঘাটের কাছারিতেই অবস্থিতি করিতেছেন। বোধ হয় জজ সাহেবের হুকুম কোন গতিকে চাপা রহিয়াছে। যাহা হউক এরূপ গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত দণ্ড হওয়া উচিত।

সম্প্রতি মুনসফি আদালতের সেরেস্তায় আর একটি গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এক মকদ্দমায় জমাওয়াশিল বাকী দাখিল হয়। এবং যখন সেই মকদ্দমার বিচার কার্য্য আরম্ভ হয় তৎকালে যে পক্ষ ঐ কাগজ দাখিল করিয়াছিলেন তাঁহারা নথি দেখিয়া বলিলেন যে দাখিলি জমাওয়াশিল বাকির কএক ফর্দ্দ নাই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কএক ফর্দ্দ রহিয়াছে। তদন্তে এরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে সেই জমাওয়াশিল বাকীর খশড়া নকল এক ব্যক্তি লইয়াছে, এবং জাবেতা নকল আর এক ব্যক্তি লইয়াছে। ইহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

এনথিও সেরেস্তাদার চন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের জিম্মায় ছিল। মুনসেফ বাবু এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন যেরূপ হয় জানিতে পারিবেন। সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় পুনঃ পুঃ এরূপ গোলযোগ হইতেছে মুনসেফ বাবুর কর্ত্তব্য যে তিনি এমত অবস্থার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে যথোচিত দণ্ড করেন।

রাণাঘাট
৬ই আষাঢ় ১২৮১

খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য।

বাঙ্গালিরা তবে শুন [illegible] বাঙ্গালির যত গুণ
ব্যাখ্যা কি[illegible]আজ্ঞা মত তাঁর;
সত্য প্রিয় ধরাধামে অমৃত বাজার নামে
সুবিখ্যাত পত্রিকা যাঁহার।
বাঙ্গালির মুখ-পাত বাঙ্গালির বিষ দাঁত
বাঙ্গালির চক্ষু মুখ নাক;
বাক্য বি[illegible]

আমার শিশির ভাই তাঁহার আদেশে গাই
ইথে কেহ নাহি কর ক্রোধ;
আচার্য্য যেমন যার সেই রূপ শিষ্য তার
অধমের এই অনুরোধ॥

১

বাঙ্গালি অপূর্ব্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সম্বাদ পত্র লেখে;
মল্ল ভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে!
বিড়ালে করিলে তাড়া মূষা যদি দেয় সাড়া
অমনি লখনী ধরে বীর!
সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্
বঙ্গ ভূমি করয়ে অস্থির।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কার্ণিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটী কলম ঢাকের কাটী
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়!
অমনি বাঙ্গালি যত উচ্চৈঃশব্দ করে কত
মাথা তুলে উঠিয়া দাঁড়ায়;
পলাশী পাদুকা ভুলে উঠানে পতাকা তুলে
ভারত উদ্ধার করে হায়।
এই গেল এক ঝাড় পালোয়ান গোঁপে চাড়
দিয়া রঙ্গে মল্লবেশে সাজি;
কলমে বাজায় ডঙ্কা কুঁদনিতে জিনে লঙ্কা
কথায় দেখায় ভেল্‌কী বাজী।

২

দ্বিতীয় বাহন দল ইহাঁদের যে সকল
বাঙ্গালির গৌরবের হাঁড়ি;
কথায় পাথর কাটে কোঁচা করে মাল সাটে
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী;
গিন্নী ঘরে কান্না করে আমি মন্দ রাগ ভরে
সে দিনের পত্রিকা ছড়ায়,
যত পড়ে গাত্র জ্বলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে
ডুকুরিয়া কতই ফোঁপায়।
পত্রিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ
অপমান সহিতে কি পারে?
গালে মুখে মারে চড় সমুৎ[illegible]হ ধড় ফড়
শেষে দুঃখে যায় গোষাগারে।
গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহ জ্বালা
তখনি সে হয় নিবারণ;
আবার সকালে উঠে হাঁপায়ে আফিসে ছুটে
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ।
গায়ে থাকে গার ঝাল আবার সপ্তাহ কাল
গত হলে গায়ের দাহন;
ভাগ্য বলে বাঙ্গালার করিতে ভারতোদ্ধার
এই সে দ্বিতীয় প্রকরণ!

৩

তৃতীয় তাহার পর সেই সব গুণধর
এই অন্ধ বাঙ্গলার নড়ি;
শোনা কথা সাত কাণ করে যারা খান খান
খেলে খালি নৈয়ে কাণা কড়ি।
ঝাপট সাপট সার নাহি ছাড়ে গৃহ দ্বার
তিল পেলে করে তোলে তাল;
কপাটে হুড়ুকা এঁটে লাঠি ধরে কসি সেঁটে
আগে যেতে হাঁটে পিছুয়াল;
বিদ্যার ঘরেতে ফক্‌কা বিছানায় হেরে মক্কা
টিমটিমিয়ে ঢক্কা জ্ঞান করে;
বায়স ডাকিলে তায় ভাবে সে গড়ুড় হায়
কেঁচো দেখে দশহাত সরে।
ইংরাজির ভাঙ্গা বুলি জিহ্বা অগ্রে কত গুলি
সর্ব্বদাই করে ধড় ফড়;
লড়ায়ের কথা কত ঝড় বহে অবিরত
শেষ কথা কাম্পা ছাড়ি রড়!
উঠেছে ছাপার ছত্রে [illegible] বাজার

ভারত উদ্ধার হেতু ইংরেজী বিদ্যার সেতু
এই সে তৃতীয় প্রকরণ !!

৪

চতুর্থ আমার মত ঝোল ভক্ত রাঢ়ী যত
ধীর শান্ত স্থির সহিয়ান,
বনেদি প্রথায় চলে শক্ত দেখে বাপু বলে
কিল চড়ে নাহি যায় মান।
চাপট পড়য়ে যেই গাল ফিরাইয়া দেই
দুর্ব্বল মানিতে নাহি লাজ;
চটকের প্রাণ লৈয়ে সুবৃহৎ গাছ বৈয়ে
সাধ করে না হইতে বাজ।
দিব্য চক্ষে দৃষ্টি হয় এখনত সে দিন নয়
দাঁত ভাঙ্গে গৌরাঙ্গের কিলে !
এখনও সে বিবি জান অন্দর ছাড়ি পালান
দূরে দেখি ফিরিঙ্গীর ছেলে !!
বদনে রদন নাই আর কি বলিব ভাই
তবু বাণী শুন খোগ্‌লার —
বাঙ্গালির ফণা ধরা মরিতে পালক পরা
ছাতারের নৃত্য করা সার !!
খোগ্‌লা চন্দ্র বন্দীয়ান।

বিজ্ঞাপন।

এক হাজার আট শত তেয় ত্তর সালের ২৬৯ নং মোকদ্দমা, যাহাতে গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত বাদী ও রাম জানী বেগম প্রতিবাদী, উক্ত মোকদ্দমার এক হাজার আট শত তেয় ত্তর সালের ২৬ জুন তারিখের ডিক্রী অনুযায়ী কলিকাতাস্থিত হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত আদালতের আদিম দেওয়ানী বিভাগে আদালত গৃহস্থিত উক্ত সাহেবের নীলাম ঘরে আগামী ৪ জুলাই শনিবার দিবসের অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় নিম্ন লিখিত সম্পত্তি নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে। যথাঃ—

কলিকাতা সহরের উত্তর বিভাগস্থ লোয়ার চিৎপুর রোডস্থিত ১৪ নং (সাবেক ১৬ নং) দোতলা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের দরবস্তহকুক সমেত তৎ সংসৃষ্ট জমি ৪ নং ব... ২৮৪ নং হোলডীং যাহাতে আন্দাজ ... কাঠা সাত ছটাক ও আট ফিট জমি আছে ...ং যাহার সীমান উত্তরে মাহাম্মদ করিমের জমি ...ী, দক্ষিণে মেঃ ডিক্রুজ সাহেবের জমিবাটী, পূর্ব্বে ...থত মেঃ ডিক্রুজ সাহেবের জমি বাটী এবং পশ্চি... কথিত লোয়ার চিৎপুর রোড।

বাদী উক্ত সম্পত্তি এই ক্ষণ যে স্বত্ব ক্রমে অধি...র করে খরিদারও সেই স্বত্ব ক্রমে অধিকার করি...ব। উক্ত স্বত্ব সম্বন্ধীয় বিবরণ ও নীলাম সংক্রান্ত ...র্ত্ত সকল হাইকোর্টের আদিম দেওয়ানী বিভাগে ...ক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার সাহেবের আফিসে অথবা বাদীর য়্যাটর্নী মিস্যুয়ার্শ স্যুইন হোলা এবং কাম্পানীর ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্টিটস্থিত ৯ নং আফিসে নীলামের পূর্ব্বে যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারিবে এবং নীলামের সময়ে সে সমুদয় প্রদর্শিত হইবে।

হাইকোর্ট আদিম বিভাগ। সন১৮৭৪ সাল ৮ই জুন	আর বেলচেম্বারস রেজিষ্ট্রার।

WANTED.

A resident private tutor, having some experience at Chalbalpur near Raneegunge at Rs. 20 per month inclusive of board and lodging.

Apply with testimonials
TO
Ramessur Maliah
6. Colleier Place
Howrah.

...তাস্থ ... কোর্ট বিচারালয়ের সাধা-

বাদী ও মৃতা শ্রীমতি নিতাম্বনী দা... প্রতি বাদিনী ছিল এবং যে মোকদ্দমা একহাজার আটশত তেয়াত্তর সালের পঁচিশে তারিখের হুকুমানুসারে উক্ত প্রতিবাদিনীর দুই নাবালক পুত্র আশুতোষ বসু ও ভোলানাথ বসুর প্রতিকুলে বর্ত্তিয়াছে, সেই মোকদ্দমার ডিক্রী অনুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি একহাজার আটশত চুয়ত্তর সালের আঠারই জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত আদালত গৃহের দোতালাস্থিত তাঁহার নীলামঘরে নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে। সম্পত্তি যথা —

সহর কলিকাতার উত্তর বিভাগ স্থিত বানিয়াটোলা ষ্ট্রিট স্থিত ৯ নং সাবেক ২।৮।১ নং ভদ্রাসন বাটীর অর্দ্ধভাগ বা অংশের দরবস্তহকুক, যে অর্দ্ধাংশ একটী প্রাচীরের দ্বারা পৃথক রূপে বিভক্ত করা আছে, এবং যে অর্দ্ধাংশের সীমানা এই এই উত্তরে কথকাংশে বিহারীলাল দাঁর ভদ্রাসন বাটী ও কথকাংশে লোকের চলা ফেরার জন্য একটী ক্ষুদ্র পথ। দাক্ষিণে শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর খরিদা জমি, যাহা এইক্ষন পার্ব্বতী চরণ রায়ের খরিদা এবং যাহা উপরোক্ত আদ্ধাংশ,ভদ্রাসন বাটির অপরবিভক্ত যে অর্দ্ধাংশের সাবেক ২ ৮ নং এবং এইক্ষণ ১০ নং। পূর্ব্বদিকে সনাতন কর্ম্মকারের বাটী যাইবার একটী সাধারণ গলি। এবং পশ্চিমে গবর্ণমেণ্টের সরকারী ড্রেণ। এই অদ্ধাংশে আন্দাজ দুই কাঠা তিন পোয়া জমি সমেত তদুপরিস্থিত গৃহ সমুদয়।

অন্যান্য বিবরণ য়্যাটর্নী য়্যাট লা মিস্যুর্শ ধর এবং মিত্রের হেষ্টিংশ ষ্ট্রীট স্থিত ৩ নং আফিসে তত্ব করিলে জানা যাইতে পারিবে।

হাইকোর্ট রেজিষ্ট্রারের আফিস ১৭ ই জুন। ১৮৭৪	আর, বেল চেম্বারস রেজিষ্ট্রার।

CALCUTTA HOMEOPATHIC DISPENSARY.

CEANOTHUS AMERICANUS.

OR

THE NEW AMERICAN SPECIFIC FOR SPLEEN.

It has been "used in worst cases ever seen, from tender infancy to old age." It is "yet to be seen or heard of its failure in a single case however inveterate." *Atlanta Medical Journal.*

Sold in one ounce bottle. Price Rs. 3-8 and Annas 4 for packing charges when sent into the Muffusil.

R. K. Mitter. & Co.
Homeopathic Practitioners.
No. 349, Chitpore Road.

সন ১২৮১ সালের ১৯ আষাঢ় হইতে জয়নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রসিক মোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত দেনা করিবেন তাহার জন্য জয়নগরের ৺ গৌর মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রেরা দায়ী নহেন।

সাং জয়নগর শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

THE UNIVERSAL MEDICAL HALL.

N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDERFUL PILLS. !

A Specific for chronic and malarious fevers, enlarged spleen and liver.

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা !!

পুরাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রামক জ্বরের এবং প্লীহা ও যকৃত রোগের মহাঔষধ।

এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে সকল ঔষধ প্রকাশ হ...ছে তাহা অনেকে সেবন করিয়া প্রথমে আ...রোগ্য লাভ করেন পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্ব্বার পীড়িত হইতে প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। এক প্রকারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সকল ঔষধ দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে মাত্র,এক বারে ... হয় না ... য় পর্য্যন্ত ম্যা-

... এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুখ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ ...রিয়া এ অত্যাশ্চর্য্য নামক রৌপ্যাবৃত বটিকা প্রকাশ করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাবধি নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র সহস্র উল্লেখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই বটিকা সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা শরীর হইতে কুইনাইনের ও ম্যালেরিয়ার বিষ নির্গত করিবার এক প্রকার দৈব ঔষধ বলিলে বলা যাইতে পারে। প্রতি কৌটায় ৩০টা বটিকা আছে এবং উহা সেবনাদির নিয়মাবলি উহার সহিত আছে।

প্রতি কৌটার মূল্য ১॥০ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা। এই মাশুলে ২টা কৌটা অনায়াসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাত হইতে ইংরাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্রয় ও প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে যে সকল মহোদয় ... ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ... লভ মূল্যে উত্তম ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে যখন যাহা প্রয়োজন হইবেক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরণ করিলে অতি সত্বর প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যে মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন ... যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও সুলভ ... ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার ব... শত করা ৫ পাঁচ টাকা মাত্র লইব।

এন, শী, পাল এণ্ড কোং
ইউনিভারশেল মেডিকেলহল।
২৮৩। ২৮৪ নং অপার চিৎপুর ...
কলিকাতা, শোভাবাজার।

জেলা মানভুমের অন্তর্গত রঘুনাথপু... বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটির সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটির নিকট হই... দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করি...তেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকট তত্ত্ব করিলে প্রা... হইবেন।

শ্রীকরুণা কুমার বন্দ্যোপাধায়
রঘুনাথ পুরস্থ দুর্ভিক্ষ কমিটির সভাপতি

রুদ্রাক্ষ তৈল।

শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা কোন কারণে উক্ত পীড়া উৎপন্ন হয়। এই ... সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে... ঔষধ কলিকাতা পটলডাঙ্গার রামকান্ত মিস্ত্রির ... ১৬ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মুল্য প্র... শিশি ॥০ আট আনা মাত্র। (১)

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড ... ধন ২০০০০ টাকা,প্রতি অংশের মূল্য ২৫ ... ৩০০ অংশ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে ... ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় ...
৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ...

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ ... য্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহ... ... প্রকাশিত হয়।